লিখেছিলেন এক অসামান্য গ্রন্থ *Our Bodies, Their Battlefield* (2019), যেখানে স্থান পেয়েছে "৭১ এর বাংলাদেশের যুদ্ধ থেকে মুনিয়া নামে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মেয়ের ওপরে পাঁচজন বর্মার সৈনিকের পাশবিক গণধর্ষণ।" এই গ্রন্থের শুরুতেই ল্যাম্ব বলেছেন, "ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষের কাছে একটা সস্তা অস্ত্র, যা দিয়ে নারীকে পদানত করা যায়"।

ভাগফল ৭১ এই গ্রন্থ আমাদের জানায় যে, ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে অস্ট্রেলিয়ান চিকিৎসক জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশের নির্যাতিতাদের চিকিৎসা সহায়তা দিতে এসেছিলেন। তার প্রায় তিরিশ বছর পরে অস্ট্রেলিয়ান ইতিহাস-গবেষক ডঃ বীণা ডিকস্তা তাঁর সাক্ষাৎকার নেন। চিকিৎসক জিওফ্রে ডেভিস বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অনুসন্ধান করে একটি পরিসংখ্যান তৈরি করেন। এই পরিসংখ্যান অনুসারে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় ধর্ষিতা হয়েছিলেন ৪ লক্ষের বেশি নারী এবং এর মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। প্রতিদিন তিনি প্রায় একশো নারীর গর্ভপাত করতেন। সেইসময় যেসব 'যুদ্ধশিশু' জন্মেছিল তাদের দত্তক নিয়েছিল বিভিন্ন হাসপাতাল, সহায়তা কেন্দ্র এবং অনেক বিদেশি সংস্থাও। তবে যেসব নারীরা 'হৃদয়ে রক্তের দাগ' আর শরীরে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পেলেন, তাদের বিষয়ে ডেভিস তেমন কিছু বলতে পারেননি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় এইসব মহিলারা নিজেদের যন্ত্রণা, অপমান আর লাঞ্ছনার কথা জিজ্ঞেস করলে নীরব থেকেছেন। এঁদের মধ্যে অনেককেই বাংলাদেশের সমাজ ফিরিয়ে নেয়নি। অনেকে বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের পথ। মনখুশি শিকদার (ঝর্ণা রানি বিশ্বাসের লেখা থেকে জানা যায়) ধর্ষিতা ও সন্তানহারা হয়েও বেঁচে ছিলেন। গ্রামে যারা জীবিত ছিল, তারা এই অসহায় নারীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়াননি। শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আর ঘৃণা জড়ানো নিষ্ঠুর ভাষা প্রয়োগ করে বারংবার তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে— "মনখুশি ধর্ষিতা-নষ্টা, ধর্ষিতা-নষ্টা, ধর্ষিতা-নষ্টা", তাই যে কোনও দেশে, যে কোনও সমাজে ধর্ষিতাদের পুনর্বাসন সত্যিই অসম্ভব হয়ে ওঠে কারণ মূলস্রোতের সমাজের মানুষের কাছে সে ব্রাত্য!

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্য/ আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়? আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?" —লিখেছিলেন বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমান। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা এসেছিল। অনেক রক্তপাত, স্বজন হারানোর যন্ত্রণা, শত শত মানুষের লাশ মাড়িয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ স্বাধীনতাকে করায়ত্ত করেছিল বাংলাদেশ। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"— এই গান সাধারণ জনতাকে স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের স্রোতে ভাসিয়ে দিল। পেছনে পড়ে থাকল না-লেখা ইতিহাসের পাতা। পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনীর আক্রমণে কত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, শরণার্থী শিবিরে ছোঁয়াচে অসুখে, অপুষ্টিতে কতজন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, কতজন গর্ভবতী নারী মৃতসন্তান প্রসব করেছিলেন— এসবের কোনও পরিসংখ্যান নেই। তাই দেশের স্বাধীনতার পরে মানুষ স্বভূমিতে ফিরে গেলেও অন্তরে দুঃখের প্রদীপ নির্বাপিত হল না। সেই দুঃখের কথা বলেছেন মমতা মণ্ডল— "বহু বছর হয়ে গেল। সে দিনের কোনও ঘটনা কোনও দৃশ্যই মন থেকে মুছে যায়নি। ...এখনও একা একা ঘরে ঘুমোতে পারি না। ...আমার নাতি বলে, 'দিদু, এত গল্প নয়, সত্যি। তুমি যদি লিখতে না পারো, আমি বড় হয়ে লিখব এই সত্যি, যা একদিন ঘটেছিল আজ তো তা ইতিহাস'। নাতিকে কী করে বোঝাব কিছু কিছু দৃশ্য বা ঘটনা আছে, যা শুধু দেখা যায়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না"।

আসলে, আলোচ্য বইটির কোনও রিভিউ করা যায় না। সম্ভব নয়। এই বই এক ভীষণ বাস্তব, জ্বলন্ত সময়ের (যা আজ ইতিহাসের অংশ) সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। স্নায়ু অবশ হয়ে

Scanned with CamScanner